আজকের কাগজ

তারিখ 23 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

সবার জন্য শিক্ষা

শেখ হাসিনা

ঢেলে সাজাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে তিনি শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাবিদ ডঃ কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ১৯৭৩ সালের ৮ জুন ডঃ কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বঙ্গবন্ধুর নিকট পেশ করেন। জাতির দুর্ভাগ্য, সেই মূল্যবান রিপোর্ট-এর সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করার সময় তিনি পাননি। কিন্তু সেই গুরুত্বপূর্ণ দলিল থেকে এখনও আমরা অনেক বিষয়ে দিকনির্দেশনা পেতে পারি।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রশ্নে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা থেকে আমাদের অনেকের মনেই স্থির বিশ্বাস জন্মেছে যে, শিক্ষাহীন নিরক্ষর জাতিকে নিয়ে আমরা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারব না। শিল্পায়ন, কৃষির আধুনিকীকরণ, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রযুক্তি আহরণ ও প্রয়োগ, রফতানি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব দূরীকরণ- বস্তুত জাতিগঠন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুততর করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয়ে আমাদের বিশাল নিরক্ষর জনসংখ্যা ও শিক্ষার নিম্নমান একটা বড় প্রতিবন্ধক হিসাবে দেখা দিয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার উদাহরণ দিতে চাই না। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি, শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের গভীর ও প্রত্যক্ষ যোগসূত্র। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাপান যখন শিল্পায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে তখন সে দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার আলো সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। জাপানের সাধারণ মানুষও তখন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরি প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলো। পরবর্তীকালে, এই শতাব্দীর মধ্যভাগে, কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও গনচীনে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সূচনাতেই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। এর ফলে এসব দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে গতিশীলতা এসেছে এবং তারা দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। গত সপ্তাহে আমি চীন সফর করে ফিরে এসেছি। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি এই দেশের বিস্ময়কর অগ্রগতি আমাকে অভিভূত করেছে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও বাজার অর্থনীতির সমন্বয় সাধন করে চীন সমগ্র জাতির কর্মশক্তি ও সৃজনশীলতাকে জাতি গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিয়োজিত করেছে। আমার বিশ্বাস, তাদের সাফল্যের অন্যতম কারণ হচ্ছে তাদের দক্ষ, শিক্ষিত ও পরিশ্রমী জনশক্তি। শুধু পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নয়, দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, এই উপমহাদেশের অন্যান্য দেশগুলোও শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এরই পাশে আমরা বাংলাদেশে দ্রুতবর্ধমান নিরক্ষর জনসংখ্যা নিয়ে নিদারুণ দারিদ্র্যের তাড়নায় আবর্তিত হচ্ছি।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং স্তরে এমন সব জটিল সমস্যা রয়েছে যে একটা সেমিনার থেকে প্রতিটি সমস্যার সমাধান হয়তো আমরা খুঁজে পাব না। কিন্তু কোথাও আমাদের আরম্ভ করতেই হবে এবং আমি আজ শুরু করতে চাই প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতাকেই আমি আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী, মৌলিক ও জরুরী সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করব। শতাধিক বছর যাবত এই দেশে আধুনিক

ভাবতে হবে এদেশের সরকার এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ কি আন্তরিকভাবে নিরক্ষরতা দূর করতে চেয়েছে? আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে, এশিয়ার অন্যান্য দেশ যা পেরেছে, বাংলাদেশ তা পারেনি কেন?

বর্তমান সরকার দেশের বেশ কয়েকটি এলাকায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করেছে বলে দাবি করেছে। দেশের মানুষ কি এ অসত্য ভাষণ উপলব্ধি করতে পারে না? যেখানে স্কুলের সংখ্যা বাড়েনি, শিক্ষকের সংখ্যা বাড়েনি, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি বা যেখানে কোন অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি, সেখানে শুধু সরকার প্রধানের ঘোষণার ফলেই কি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়ে যাবে, এসব কি ভাওতাবাজি নয়? আসুন আমরা আন্তরিকভাবে সার্বজনীন শিক্ষার একটা ব্যাপক কার্যক্রম প্রণয়ন করি এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা বাস্তবায়িত করি। একে অন্যকে দোষারোপ না করে, সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতির এই কলঙ্ক দূর করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের লক্ষ্য ঃ আগামী দশ বছরের মধ্যেই দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। একাজ শুধু সরকারের নয়। বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত, শিক্ষা বিষয়ে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বর্তমান সরকারের লক্ষ্যবিহীন ও দুর্বল নেতৃত্বের হাতে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে জাতি স্বস্তি পেতে পারে না। তাই আমার একান্ত আকাঙ্খা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শুধু শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েই বসে থাকবে না। বরং আমরা এখন থেকেই এ বিষয়ে সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করব, সংগঠিত করব এবং কর্মতৎপর করে তুলব। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সকল নেতা, সংগঠক, কর্মী এবং সমর্থকদের প্রতি আমার আহবান, আপনারা নিজ নিজ এলাকায় জনগণের পাশে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনকে সফল করে তুলুন।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক শিক্ষাবিদ এখানে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করবেন। আমি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই। তবে অনেক চিন্তাভাবনা করে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, সার্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে সার্বজনীন নারী শিক্ষা। যদি কোনো বিশেষ টার্গেট গ্রুপকে অগ্রাধিকার দিতে হয় তাহলে নারী শিক্ষাকেই সর্বোচ্চ স্থান দিতে হবে। সাধারণ জ্ঞান থেকেই আমরা বুঝতে পারি, একজন শিক্ষিতা মাতার নিরক্ষর সন্তান কল্পনা করাও কঠিন। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, 'আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি শিক্ষিত জাতি দেব।' একজন শিক্ষিত সচেতন স্বাবলম্বী নারীই পারেন পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে। বর্তমান সরকার নারী শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে যত বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে বেড়াক না কেন বাস্তবক্ষেত্রে তা কার্যকর করতে পারেনি। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক নারী শিক্ষা চালু হয়েছে অথচ অনুদান কমান হয়েছে, ফলে স্কুলগুলোর টিকে থাকাই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। নতুন করে ছাত্রী সংখ্যাও বাড়েনি, নতুন স্কুলের সংখ্যাও বাড়েনি। বিশেষ করে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ঘরের মেয়েরা ভর্তি হবার, বই-খাতা কেনার এবং পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরির কথা চিন্তাও করতে পারে না।

করতে পারেনি। আমরা কি ভেবে দেখেছি তাদের সংখ্যা কত? এদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আবার পরীক্ষা দিলে পাস করবে কিন্তু অধিকাংশই ব্যর্থ হবে। এসব লাখ লাখ হতাশ হৃদয় তরুণ-তরুণী সমাজের কোথায় তলিয়ে যায় কেউ তার হদিস রাখে না। আমি তাদের কথা ভাবতে চাই। তারাও অনেক স্বপ্ন, অনেক কল্পনা ও আশা-আকাঙ্খা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। জীবনের প্রথম লগ্নেই এরা ব্যর্থতা ও হতাশার গ্লানিতে নিমজ্জিত হয়েছে। আমি এই সম্ভাবনাময় বিরাট জনশক্তিকে হতাশার তিমির থেকে কর্মের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনতে চাই। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে এদের দেশের সম্পদ উৎপাদনে ও গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করতে হবে। আমরা এদের হাত ধরে তুলব এবং সমাজের দায়িত্ববান নাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করব। আজকের এই সেমিনার থেকে এ বিষয়ে আমরা সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী সুপারিশমালা পাব বলেই আশা রাখছি।

আমি আরও একটি দিক নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। শৈশব-কৈশোরকাল হচ্ছে সৃজনশীল প্রতিভা চর্চার শ্রেষ্ঠ সময়। লেখাপড়া ছাড়াও শিল্প-সংস্কৃতি খেলাধূলা এবং কারিগরি ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রতিভা চর্চার জন্য ছাত্রছাত্রীর অবশ্যই সুযোগ দিতে হবে। মেধা ও মননের বিকাশ লাভ ঘটলে অবশ্যই একদিন সমাজ ও দেশের উন্নয়নের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে দায়িত্ববান হবে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত মেধার মূল্যায়ন করতে হবে।

শিক্ষার নিম্নমুখী মান নিয়ে আমরা সবাই চিন্তিত। কিন্তু আমরা এও জানি, বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে কারিগরি প্রযুক্তি শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কার না করে সার্বিকভাবে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভবপর হবে না। তবে প্রথমেই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। ছাত্র রাজনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বদানে নিজেকে গড়ে তোলা। গত ১৮ বছর ধরে গৌরবময় ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করা হয়েছে, অনেক মেধাবী ছাত্র নিহত হয়েছে। এ বিষয়ে আমার এবং আওয়ামী লীগের বক্তব্য অতি স্পষ্ট। আমরা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের বিরোধী। আমি মনে করি, সন্ত্রাসীরা কোন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস করে না। তারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত দলের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করে সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের সন্ধানে থাকে। ক্ষমতাসীন দল যদি এদের লালন-পালন করে তাহলে দেশের শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করা সম্ভবপর হবে না। কোনো গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক সরকারই সন্ত্রাসীদের দলীয় সমর্থনের আড়ালে লালন-পালন করতে পারে না। আমার দাবি ঃ আইন অনুসারে এদের কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। কিন্তু কঠোর হস্তকে নিরপেক্ষ হস্তও হতে হবে। দেশের সচেতন ও বিবেকবান মানুষ কি বলবেন যে, বিএনপি সরকার ক্যাম্পাসের সন্ত্রাস ও হানাহানি নিরপেক্ষভাবে দমন করার চেষ্টা করছে? দেশবাসী পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, এই সরকার কিভাবে সন্ত্রাসবিরোধী আইনকে প্রতিপক্ষের ছাত্রদের নির্যাতনের

সুচিন্তিত উদ্যোগ ও নিরপেক্ষ পদক্ষেপ আমরা সমর্থন করব।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী করে গড়ে তুলতে হবে। সাম্প্রতিক চীন সফরকালে আমি সাংহাই, কোয়ানচো ও সেনজেন নগরীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে এসব বিষয়ে মতবিনিময় করেছি। আমি অবাক হলাম, ঐ সব নগরীর প্রায় ষাটভাগ ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষার পরই, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পথ বেছে নেয়। উপস্থিত সম্মানিত বিশেষজ্ঞদের নিকট আমার আবেদন, আপনারা ভেবে দেখুন, কিভাবে আমরাও বাংলাদেশের বিশাল জনশক্তিকে দক্ষ ও উৎপাদনমুখী জনশক্তিতে পরিণত করতে পারি। গড্ডালিকা প্রবাহের মত ডিগ্রীর জন্য ব্যাকুল ও করুণ প্রয়াস আমাদের তরুণ সমাজকে অভিশপ্ত বেকারত্বের দিকেই ধাবিত করছে। এই অশুভ চক্রের ঘুরপাক থেকে তাদের উদ্ধার করতে হবে। প্রতিটি ছাত্রছাত্রী যাতে তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক মেধা, মনন, ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী পেশা বেছে নিতে পারে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকদের চাপে গতানুগতিক শিক্ষা শুধু বেকারের সংখ্যাই বৃদ্ধি করছে। দেখা গেছে এদের মাঝে অনেকেই শুধু unemployed নয়, তারা আসলে unemployable, কারণ অর্থনীতির চাহিদার সঙ্গে তাদের অর্জিত শিক্ষার কোন সামঞ্জস্য নেই। অর্জিত শিক্ষাকে কখনই স্বার্থসিদ্ধ বা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নয়, সমাজ ও জাতির কল্যাণের স্বার্থে আমরা বিনিয়োগ করতে চাই। দেশের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের সঙ্গে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে আমরা উল্লেখ করেছি, সকলের জন্য স্বাস্থ্য, সকলের জন্য শিক্ষা ও সকলের জন্য বাসস্থান ইত্যাদি কর্মসূচীগুলোর আওতায় সুনির্দিষ্টভাবে দরিদ্রের জন্য স্বাস্থ্য, দরিদ্রের জন্য শিক্ষা, দরিদ্রের জন্য বাসস্থান ইত্যাদির লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ, বাংলাদেশের সমস্যার অন্ত নেই। এর মধ্যে শিক্ষার সমস্যা শুধু জটিল ও গুরুত্বপূর্ণই নয়, নানা কারণে এর সমাধান অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত অদক্ষ শ্রমশক্তি, দারিদ্র্যের চাপে নিষ্পেষিত কৃষক সমাজ- এসব নিয়ে আমরা শুধু পিছিয়েই পড়ছি। বিশ্বের দিকে দিকে আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়গান, গর্বিত মানুষ শুধু চাঁদেই পদার্পণ করেনি, তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জ্ঞানের পরিধি বিস্ময়করভাবে প্রসারিত করে মানব জাতিকে নতুন দিগন্তের দিকে ধাবিত করছে। বাংলাদেশের মানুষই কি শুধু অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের তিমিরে নিমজ্জিত হয়ে থাকবে? সভ্যতার ইতিহাসে বাঙালি জাতি কি তার মেধা-মনন-শ্রমশক্তির কোন অবদান রাখবে না? সমবেত জ্ঞানী-গুণী বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বদের নিকট থেকে আমি সঠিক উত্তরের প্রত্যাশা করছি।

(২২ নভেম্বর আওয়ামী লীগ আয়োজিত শিক্ষা বিষয়ক সেমিনারে দেয়া উদ্বোধনী ভাষণ)

শেখ হাসিনা ঃ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেত্রী, আওয়ামী লীগের সভানেত্রী।